১৭৮

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 13 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ...

পরীক্ষা ও কেন্দ্র সমস্যা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাভীতি যতটা থাকে তারচেয়ে বেশি থাকে কেন্দ্র ভীতি, উৎকণ্ঠা আর অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা, অর্থ সমস্যা, যাতায়াত সমস্যা এবং আরও কত কি! কোথায় সিট পড়বে, বাড়ি থেকে কতদূরে হবে, পরিবেশ কেমন হবে, পরিদর্শকরা কেমন হবেন— এই সব কারণে তারা বেশ কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়ে।

পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের প্রায়ই কতকগুলো সমস্যার কথা শোনা যায় যে; হলে গিয়ে সব ভুলে গেছে, ভয় পাচ্ছে, হতাশা বোধ করছে, এমনকি অনেক ছাত্র/ছাত্রীকে কাঁদতেও দেখা যায়। কেউ আবার রীতিমতো অসুস্থ পয়ে পড়ে। দেখা যায়, ভাল ছাত্রছাত্রী যার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবার কথা সে পাস করতে পারেনি। আবার কেউবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এ, আফরোজ

৭/৮টি বিষয়ে লেটার পাওযার কথা, পেয়েছে ২/৩টি বিষয়ে। সমস্যাগুলোর পিছনে কতকগুলো কারণ অবশ্যই আছে। কেন এমন হয়? এর উত্তরে বলা যায়, শিক্ষার্থীদের জন্য সৃষ্ট সমস্যাগুলোর একটি প্রধান কারণ পরিবেশ বা Environment এবং দ্বিতীয় কারণ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি হতে পরীক্ষা কেন্দ্রের দূরত্ব ও যাতায়াত সমস্যা। সবার নিজস্ব যান নেই, এমনকি অনেক স্কুল-কলেজেরও যাতায়াতের নিজস্ব কোন ব্যবস্থা নেই। এ অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের কষ্ট, অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা, অর্থ সঙ্কট ইত্যাদি কারণ হিসাবে ধরা যায়।

শুধুমাত্র প্রধান কারণটি নিয়েই যদি আলোচনা করি তবে দেখতে পাব যে, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে বা Educaltional Psychology-তে স্মরণ ক্রিয়ার একটি উপাদান (Elements) হলো স্থান-কাল নির্দেশ (Locatisation)-এর পর হল বিস্মৃতি এবং বিস্মৃতির কারণগুলোর মাঝে এ ক্ষেত্রে দু'টিই প্রধান। প্রথমত Change of Enviroment বা পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়ত Emotional Blocking বা আবেগজনিত প্রতিরোধ। স্থান-কাল-নির্দেশ বা Locatisation স্মরণ ক্রিয়ার ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে পূর্বের শেখা কোন বিষয় নতুন পরিবেশে এসে ভুলে যায়। যেমন ছাত্রছাত্রীরা গৃহের বা বিদ্যালয়ের যে পরিবেশে শিক্ষণীয় বিষয় স্মৃতিতে ধারণ করে তা সম্পূর্ণ নতুন বা ভিন্ন পরিবেশে গিয়ে বেমালুম ভুলে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভিন্ন কেন্দ্রের পরীক্ষা হলে এসে ছাত্রটি তার অত্যন্ত ভাল করে শেখা প্রশ্নের উত্তরটি ভুলে গেছে। সে তিন ঘণ্টায় চেষ্টা করেও স্মরণে আনতে পারেনি। ফলে সব প্রশ্নের উত্তর না করেই উত্তরপত্র জমা দিয়ে দিল। কিন্তু যখনই সে নিজ পরিবেশে বা বিদ্যালয়ে ফিরে আসে তখনই তার ভুলে যাওয়া উত্তরটি হুবহু মনে পড়ে যায়। ছাত্রটি তখন দুঃখ-বেদনায় কাঁদতে শুরু করে। ফলে আগামী দিনের পরীক্ষার কথা সে ভুলেই গেল। রিভাইস বা পুনর্পাঠ করতেও পারেনি। ফলে পরবর্তী পরীক্ষাও খারাপ হলো। সুতরাং তার সার্বিক ফল কাঙ্ক্ষিত রূপ পেল না। পরিবেশের পরিবর্তনে ভুলে যাওয়া ও স্মরণে আসা, এটাই হলো Change of Environment-এর প্রভাব এবং এর প্রভাব শিক্ষার্থীদের ওপর পড়বেই এবং পড়তে বাধ্য।

আবেগজনিত প্রতিরোধ বা Emotional Blocking, বিভিন্ন আবেগের ক্ষেত্রে ভয়, রাগ, ঘৃণা, উৎকণ্ঠা প্রভৃতি অনেক সময় মনে এমন এক অস্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে যে, ভাল করে শেখা হয়েছে এমন বিষয়ও অনেক সময় স্মরণ করা যায় না। নিজ বিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার বেলায় অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে আবেগজনিত প্রতিরোধ ক্রিয়া করে। ফলে পরীক্ষা খারাপ হয়। যাতায়াতের অসুবিধা অথবা দীর্ঘপথ পেরিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে সময়মতো পৌঁছতে পারবে কিনা এই ভয়ও শিক্ষার্থীদের মাঝে Emotional Blocking-এর সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক মন নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারে না।

পরিণামে পরীক্ষায় ফেল করে বা আশানুরূপ ফল অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। জীবনের লক্ষ্য ভিন্ন পথে মোড় নেয় এবং অনেক ছাত্রছাত্রীকে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে সারা জীবন হতাশায় ভুগতে দেখা যায়। প্রতিবছর কেন্দ্রজনিত কারণেও অনেকে পরীক্ষায় খারাপ করে। শিক্ষকমণ্ডলীকে নিজ কলেজ কেন্দ্রে রেখে ছাত্রছাত্রীদের অন্য কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা নেয়ায় পরিবহন সঙ্কট মারাত্মক আকার ধারণ করে।

(চলবে)